যুগান্তর

তারিখ 10 JUN 2016
পৃষ্ঠা 28 কলাম 8

মির্জাপুরে শিক্ষক হত্যার ঘটনায় মামলা

'মামলার সাক্ষী হওয়ায় খুন'

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবু সাইদ আহম্মদ ওরফে নুরু মিয়া হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিহতের ছেলে বাদল বাদী হয়ে মির্জাপুর থানায় মামলা করেছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে উপজেলার আজগানা ইউনিয়নের বেলতৈল গ্রামে ওই শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। দুই দিনেও এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে নিহত শিক্ষকের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন, একটি মামলায় সাক্ষ্য দেয়ায় তাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, হত্যারহস্য উদ্ঘাটন ও খুনিদের ধরতে এলাকায় চিরুনি অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিআইডি ও ডিবি পুলিশ এলাকা পরিদর্শন করে কাজ শুরু করেছে।

ময়নাতদন্ত শেষে বুধবার রাতে শিক্ষক নুরু মিয়াকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। স্বজনদের বুকফাটা কান্নায় চারপাশের পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরাও এ সময় চোখের পানি ফেলেন। নিহত শিক্ষকের ভাতিজা আজাহার, ছেলে বাদল ও সেলিম অভিযোগ করেন, প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে গোড়াই শিল্পাঞ্চলের টাঙ্গাইল কটন মিলের কর্মচারী জবান আলী খুন হন। ওই খুনের মামলায় শিক্ষক নুরু মিয়া ছিলেন প্রধান সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দেয়ায় পাশের বাড়ির সমেজ আলী ও সুরুজ আলীসহ কয়েকজনের সাজা হয়। আসামিরা সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিনে বের হয়ে এসেছেন। পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই জামিনে আসা আসামিরা রাতের আঁধারে বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকারসহ টাকা ও মালামাল লুট করে নিয়ে শিক্ষক নুরু মিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।